রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ১৬, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ আগস্ট ২০০৫/২৯ শ্রাবণ ১৪১২

এস, আর, ও নং ২৩৯/২০০৫—Armed Police Battalions Ordinance, 1979 (XXV of 1979) এর section 14 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ**—(১) এই বিধিমালা র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (কোর্ট পদ্ধতি ও বিভাগীয় কার্যধারা) বিধিমালা, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) এই বিধিমালার—

(ক) সকল বিধান Armed Police Battalions Ordinance, 1979 (XXV of 1979) এর অধীন গঠিত র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নসমূহে সেকন্ডম্যান্ট (secondment) ও প্রেষণে (deputation) কর্মরত শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(খ) বিধি ১১ র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নসমূহে কর্মরত শৃংখলা বাহিনী বহির্ভূত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"অধস্তন কর্মকর্তা"** অর্থ পুলিশ ইন্সপেক্টর বা সাব-ইন্সপেক্টর এবং ব্যাটালিয়নে কর্মরত শৃংখলা বাহিনীর সম পদমর্যাদার কর্মকর্তা ও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(খ) **"অধ্যাদেশ"** অর্থ Armed Police Battalions Ordinance, 1979 (XXV of 1979) ;

(গ) **"আর্মড পার্সোনেল"** অর্থ ব্যাটালিয়নে কর্মরত কর্মকর্তা ব্যতীত শৃংখলা বাহিনীর অন্য কোন সদস্য;

(ঘ) **"উর্ধ্বতন কর্মকর্তা"** অর্থ ডেপুটি পুলিশ সুপার (বর্তমানে সহকারী পুলিশ সুপার) এবং ব্যাটালিয়নে কর্মরত শৃংখলা বাহিনীর সম মর্যাদা এবং তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ১০.০০

(ঙ) **"এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ"** অর্থ ব্যাটালিয়নে ডাইরেক্টর জেনারেল এবং ব্যাটালিয়নে কর্মরত শৃংখলা বাহিনীর সম পদমর্যাদার কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) **"কর্মকর্তা"** অর্থ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অধঃস্তন কর্মকর্তা;

(ছ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে সরকার বা সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এবং অধঃস্তন কর্মকর্তা ও আর্মড পার্সোনেল এর ক্ষেত্রে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(জ) **"কমান্ডিং অফিসার"** অর্থ অধ্যাদেশের section 2(1)(c) তে সংজ্ঞায়িত Commanding officer;

(ঝ) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(ঞ) **"পুলিশ সুপার"** অর্থ ব্যাটালিয়নে কর্মরত শৃংখলা বাহিনীর সম পদমর্যাদার কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ট) **"ব্যাটালিয়ন"** অর্থ অধ্যাদেশের section 3(4) এর অধীন গঠিত Rapid Action Battalion;

(ঠ) **"ডাইরেক্টর জেনারেল"** অর্থ র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নসমূহের ডাইরেক্টর জেনারেল এবং এ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর জেনারেলও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ড) **"ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ"** অর্থ ব্যাটালিয়নে কর্মরত শৃংখলা বাহিনীর সম পদমর্যাদার কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঢ) **"স্পেশাল কোর্ট"** অর্থ অধ্যাদেশের section 2(1)(k) এর অধীন সরকার বা ক্ষেত্রমত, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ কর্তৃক গঠিত Special Court;

(ণ) **"সামারী কোর্ট"** অর্থ অধ্যাদেশের section 2(1)(m) এর অধীন এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ কর্তৃক গঠিত Summary Court;

(ত) **"সম পদমর্যাদা"** অর্থ ব্যাটালিয়নে কর্মরত বিভিন্ন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের জন্য বিধিমালার তফসিল ২ এ নির্ধারিত সম পদমর্যাদা;

(থ) **"শৃংখলা বাহিনী"** অর্থ স্থল, নৌ বা বিমান-বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, বাংলাদেশ আনসার, বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড বা যে কোন আইনের অধীন ঘোষিত অন্য যে কোন শৃংখলা বাহিনী।

৩। **প্রাক-বিচার তদন্ত**—(১) স্পেশাল কোর্ট অধ্যাদেশের section 8(2) এর অধীন এবং সামারী কোর্ট section 9(2) এর অধীন কোন অপরাধ স্ব উদ্যোগে কিংবা ডাইরেক্টর জেনারেল ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিচারার্থ গ্রহণ করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য ডাইরেক্টর জেনারেলকে অনুরোধ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির অনুর্ধ্ব ৭ দিনের মধ্যে অভিযোগের বিষয়ে ডাইরেক্টর জেনারেল নিজে তদন্ত করিবেন কিংবা অভিযুক্ত কর্মকর্তার উচ্চ পদমর্যাদার অন্য কোন কর্মকর্তাকে তদন্তের নির্দেশ দিবেন।

(৩) ব্যাটালিয়নের কোন কর্মকর্তা অধ্যাদেশের section 8, 9 বা 10 এর অধীন অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া ডাইরেক্টর জেনারেল বা সংশ্লিষ্ট কমান্ডিং অফিসারের নিকট অভিযোগ উত্থাপিত হইলে কিংবা অন্য কোন ভাবে এতদবিষয়ে অবগত হইলে উক্তরূপ অভিযোগ প্রাপ্তি কিংবা অবগত হইবার অনুর্ধ্ব সাত দিনের মধ্যে ডাইরেক্টর জেনারেল কিংবা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট কমান্ডিং অফিসার নিজে অভিযোগের তদন্ত করিবেন অথবা অভিযুক্ত কর্মকর্তার উচ্চ পদমর্যাদার অন্য কোন কর্মকর্তাকে অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিবেন।

(৪) উপ-বিধি (২) বা (৩) এর অধীন তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির অনুর্ধ্ব সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া ডাইরেক্টর জেনারেল কিংবা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট কমান্ডিং অফিসারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর—

(ক) তদন্তে অভিযোগে সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে—

(অ) ডাইরেক্টর জেনারেল উহা স্পেশাল কোর্ট কিংবা ক্ষেত্রমত সামারী কোর্টে বিচারের জন্য প্রেরণ করিবেন অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অধ্যাদেশের section 10 এর অধীন বিভাগীয় কার্যধারা শুরু করিবেন ;

(আ) কমান্ডিং অফিসার উহা ডাইরেক্টর জেনারেলের নিকট যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিবেন;

(গ) তদন্তে অভিযোগের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া না গেলে—

(অ) ডাইরেক্টর জেনারেল উহা ক্ষেত্রমত স্পেশাল কোর্ট কিংবা সামারী কোর্টকে অবহিত করিবেন কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিজে নিষ্পত্তি করিবেন;

(আ) কমান্ডিং অফিসার উহা নিজে নিষ্পত্তি করিবেন এবং ইহার একটি অনুলিপি ডাইরেক্টর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪। **স্পেশাল কোর্ট গঠন**। (১) সরকার, অধ্যাদেশের section 2(1)(k) (i) এর বিধান অনুযায়ী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক স্পেশাল কোর্ট গঠন করিবে, যথা ঃ—

(ক) এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, যিনি স্পেশাল কোর্টের সভাপতি ও হইবেন; এবং

(খ) অন্যূন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার অপর একজন কর্মকর্তা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশ সুপার বা সম পদমর্যাদার হইলে সে ক্ষেত্রে অপর কর্মকর্তা ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ হইবেন।

(২) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ অধ্যাদেশের section 2 (1) (k) (ii) এর বিধান অনুযায়ী, অধঃস্তন কর্মকর্তা এবং আর্মড পার্সোনেল কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য, নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক স্পেশাল কোর্ট গঠন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, যিনি স্পেশাল কোর্টের সভাপতি ও হইবেন; এবং

(খ) অন্যূন পুলিশ ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অপর একজন কর্মকর্তা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশ ইন্সপেক্টর বা সম পদমর্যাদার হইলে সে ক্ষেত্রে অপর কর্মকর্তা ডেপুটি পুলিশ সুপার (বর্তমানে সহকারী পুলিশ সুপার) হইবেন।

৫। **স্পেশাল কোর্টের (Special Court) অনুসরণীয় পদ্ধতি**—(১) স্পেশাল কোর্ট অধ্যাদেশের section 8 এর অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ (cognizance) গ্রহণ করিবার পূর্বে অপরাধের ধরণ সম্পর্কে পরীক্ষা করিবেন এবং পরীক্ষান্তে যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সংঘটিত অপরাধ এমন গুরুতর নয় যাহা section 8 এর অধীন বিচার করা আবশ্যক তাহা হইলে কোর্ট ক্ষেত্রমত, উহা section 9 এর অধীন সামারী কোর্ট কর্তৃক বিচারের জন্য বা section 10 এর অধীন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সূচনা করিবার জন্য আদেশ দিবে।

(২) স্পেশাল কোর্ট section 8 এর অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া উহার সম্মুখে তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে হাজির করাইবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত রহিয়াছে সেই কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিবে।

(৩) স্পেশাল কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সময় তাহাকে দেওয়ার জন্য অভিযোগের একটি অনুলিপি অথবা যে অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে তৎসম্পর্কিত একটি আদেশ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পাঠাইবে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্পেশাল কোর্টের সম্মুখে হাজির করা হইলে কোর্ট, তৎকর্তৃক যাহা সমীচীন বিবেচিত হয় সেই সাপেক্ষে অভিযুক্তকে কোয়ার্টার গার্ডে বা তাহার চাকুরীর স্থানে আটক রাখিবার জন্য, বা তাহার উপর কড়া নজর রাখিবার জন্য আদেশ দিতে পারিবে।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপ-বিধি (২) এর অধীন গ্রেফতার করিয়া কোর্টে হাজির করা হইলে কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অন্যূন সাতাইশ দিন সময় প্রদান করিয়া মামলার বিচারের জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবে।

(৬) স্পেশাল কোর্টে কোন মামলার শুনানী শুরু হইলে উহা একটানা চলিতে থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মামলার ন্যায় বিচারের স্বার্থে অত্যান্ত প্রয়োজনীয় হইলে কোর্ট কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া মামলার শুনানী সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য মূলতবী রাখিতে পারিবে।

(৭) স্পেশাল কোর্ট কোন মামলার শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে বিচার কার্য শুরু করিবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তফসিল-১ এর ফরম 'ক' তে উল্লিখিতভাবে অভিযোগ গঠন করিবে এবং উক্ত অভিযোগ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠ করিয়া শুনাইবে এবং উহা তাহার নিকট ব্যাখ্যা করিবে।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন গঠিত অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হইবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলে কোর্ট তৎক্ষণাৎ উহার সিদ্ধান্ত দিতে পারিবে অথবা ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিচারকার্য এইরূপে চালাইয়া যাইতে পারিবে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করে নাই।

(৯) উপ-বিধি (৭) এর অধীন গঠিত অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হইবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার না করিলে, কোর্ট প্রথমে অভিযোগের সমর্থনে অভিযোগকারীর পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করিবে এবং তৎপরবর্তীতে অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করিবে।

(১০) উপ-বিধি (৯) এর অধীন সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ শেষ হইবার পর স্পেশাল কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও তৎপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি হইতে উদ্ভুত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদেশ দিবে এবং তাহার প্রদত্ত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবে।

(১১) স্পেশাল কোর্ট সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ সমাপ্ত এবং অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রদত্ত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার পর উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করিবে এবং যুক্তিতর্ক শ্রবণ শেষে মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ এবং অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য বিবেচনা করিয়া ঐ দিন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবে অথবা তৎকর্তৃক নির্ধারিত অনুর্ধ্ব সাত দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবে।

(১২) স্পেশাল কোর্টের সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তা নিজে কিংবা অপর সদস্য কর্মকর্তা দ্বারা তফসিল-১ এর ফরম 'খ' তে উল্লিখিতভাবে কোর্টের কার্যধারা লিপিবদ্ধ করিবে।

(১৩) স্পেশাল কোর্টের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক দন্ড প্রদান সম্পর্কিত রায় ঘোষণা করা হইবে এবং দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তফসিল-১এর ফরম 'গ' তে উল্লিখিতরূপে নিকটস্থ জেলখানায় প্রেরণ করা হইবে।

৬। **সামারী কোর্ট গঠন**—(১) এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, অধ্যাদেশের section 2 (1)(m)(i) এর বিধান অনুযায়ী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক সামারী কোর্ট গঠন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, যিনি সামারী কোর্টের সভাপতিও হইবেন; এবং

(খ) অন্যূন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার অপর একজন কর্মকর্তা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশ সুপার বা সম পদমর্যাদার হইলে সে ক্ষেত্রে অপর কর্মকর্তা ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ হইবেন।

(২) এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, অধ্যাদেশের section 2 (1)(m)(ii) এর বিধান অনুযায়ী, অধঃস্তন কর্মকর্তা এবং আর্মড পার্সোনাল কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক সামারী কোর্ট গঠন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) কমান্ডিং অফিসার, যিনি সামারী কোর্টের সভাপতিও হইবেন; এবং

(খ) অন্যূন পুলিশ ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অপর একজন কর্মকর্তা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশ ইন্সপেক্টর বা সম পদমর্যাদার হইলে সে ক্ষেত্রে অপর কর্মকর্তা ডেপুটি পুলিশ সুপার (বর্তমানে সহকারী পুলিশ সুপার) হইবেন।

৭। **সামারী কোর্টের (Summary Court) অনুসরণীয় পদ্ধতি**—(১) সামারী কোর্ট অধ্যাদেশের section 9 এর অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে (cognizance) গ্রহণ করিবার পূর্বে অপরাধের ধরণ সম্পর্কে পরীক্ষা করিবেন এবং পরীক্ষান্তে যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সংঘটিত অপরাধ এমন গুরুতর নয় যাহা section 9 এর অধীন বিচার করা আবশ্যক তাহা হইলে কোর্ট উহা section 10 এর অধীন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সূচনা করিবার জন্য আদেশ দিবে।

(২) সামারী কোর্ট section 9 এর অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া উহার সম্মুখে তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে হাজির করাইবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত রহিয়াছে সেই কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিবে।

(৩) সামারী কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সময় তাহাকে দেওয়ার জন্য অভিযোগের একটি অনুলিপি অথবা যে অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে তৎসম্পর্কিত একটি আদেশ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পাঠাইবে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী, সামারী কোর্টের সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তার অনুর্ধ্ব পদমর্যাদার, একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে অভিযোগের বিরুদ্ধে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকিবে।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সামারী কোর্টের সম্মুখে হাজির করা হইলে কোর্ট, তৎকর্তৃক যাহা সমীচীন বিবেচিত হয় সেই সাপেক্ষে অভিযুক্তকে কোয়ার্টার গার্ডে বা তাহার চাকুরীর স্থানে আটক রাখিবার জন্য, বা তাহার উপর কড়া নজর রাখিবার জন্য আদেশ দিতে পারিবে।

(৬) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপ-বিধি (২) এর অধীনে গ্রেফতার করিয়া কোর্টে হাজির করা হইলে কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অন্যূন সাত দিন সময় প্রদান করিয়া মামলার বিচারের জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবে।

(৭) সামারী কোর্টে কোন মামলার শুনানী শুরু হইলে উহা একটানা চলিতে থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মামলায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইলে কোর্ট কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া মামলার শুনানী সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য মূলতবী রাখিতে পারিবে।

(৮) সামারী কোর্ট কোন মামলার শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে বিচার কার্য শুরু করিবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তফসিল-১ এর ফরম 'ক' তে উল্লিখিতভাবে অভিযোগ গঠন করিবে এবং উক্ত অভিযোগ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠ করিয়া শুনাইবে এবং উহা তাহার নিকট ব্যাখ্যা করিবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) এর অধীন গঠিত অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হইবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলে কোর্ট তৎক্ষণাৎ উহার সিদ্ধান্ত দিতে পারিবে অথবা ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিচারকার্য এইরূপে চালাইয়া যাইতে পারিবে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করে নাই।

(১০) উপ-বিধি (৮) এর অধীন গঠিত অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হইবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার না করিলে, কোর্ট প্রথমে অভিযোগের সমর্থনে অভিযোগকারীর পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করিবে এবং তৎপরবর্তীতে অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সাক্ষ্য প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করিবে।

(১১) উপ-বিধি (১০) এর অধীন সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ শেষ হইবার পর সামারী কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও তৎপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি হইতে উদ্ভূত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদেশ দিবে এবং তাহার প্রদত্ত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবে।

(১২) সামারী কোর্ট সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ সমাপ্ত এবং অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রদত্ত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার পর উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করিবে এবং যুক্তিতর্ক শ্রবণ শেষে মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ এবং অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য বিবেচনা করিয়া ঐ দিন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবে অথবা তৎকর্তৃক নির্ধারিত অনুর্ধ্ব সাত দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবে।

(১৩) সামারী কোর্ট কোন মামলায় কোন ব্যক্তিকে দন্ড প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সেইক্ষেত্রে তফসিল-১ এর ফরম 'খ' তে উল্লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট মামলার কার্যধারা (proceedings) দুইকপি ডাইরেক্টর জেনারেলের নিকট উক্ত দন্ড নিশ্চিত করিবার (confirmation of the sentence) জন্য প্রেরণ করিবে এবং ডাইরেক্টর জেনারেল উক্ত দন্ড নিশ্চিত করিলে তৎসম্পর্কে কোর্টকে অবহিত করিবেন এবং সামারী কোর্টের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক কোর্টের দন্ড প্রদান সম্পর্কিত রায় ঘোষণা করিবেন এবং দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তফসিল-১ এর ফরম 'গ' তে উল্লিখিতরূপে নিকটস্থ জেলখানায় প্রেরণ করিবে।

(১৪) সামারী কোর্টের সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তা নিজে কিংবা অপর সদস্য কর্মকর্তা দ্বারা তফসিল-১ এর ফরম 'খ' তে উল্লিখিতভাবে কোর্টের কার্যধারা লিপিবদ্ধ করিবে।

৮। **শারীরিক সুস্থতার সনদ**—স্পেশাল কোর্ট বা সামারী কোর্টে কোন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রত্যহ বিচারকার্য আরম্ভের পূর্বে উক্ত অভিযুক্তের শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কোর্ট নিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে ব্যাটালিয়নে কর্মরত কোন চিকিৎসক দ্বারা তাহাকে পরীক্ষা করাইয়া সনদপত্র সংগ্রহ করিবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সনদপত্রে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে অসুস্থ ঘোষণা করা হইলে অসুস্থতার গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক স্পেশাল কোর্ট বা ক্ষেত্রমত সামারী কোর্ট সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে বিচারকার্য, যুক্তিসংগত সময়ের জন্য, স্থগিত রাখিতে পারিবে।

(৯) **অনুপস্থিতিতে বিচার**—স্পেশাল কোর্টে বা সামারী কোর্টে বিচার কার্য আরম্ভের পূর্বে বা বিচার কার্য চলাকালীন সময়ে কোন অভিযুক্ত আত্মগোপন করিলে সংশ্লিষ্ট কোর্ট বহুল প্রচারিত কোন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে তাহাকে হাজির হইবার নির্দেশ সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য ডাইরেক্টর জেনারেলকে অনুরোধ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির পর ডাইরেক্টর জেনারেল উহা বহুল প্রচারিত কোন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন এবং প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কোর্টে প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত হাজির না হইলে সংশ্লিষ্ট কোর্ট তাহার অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

(৪) কোন অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বিচার কার্যে তাহার অপরাধ ও দন্ডের গুরুত্ব বিবেচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট কোর্ট ইচ্ছা করিলে অভিযুক্তের পক্ষ সমর্থনের জন্য কোন কর্মকর্তা নিযুক্ত করিতে পারবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট কোর্ট অভিযুক্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে দন্ডাদেশ প্রদান করিলে অভিযুক্ত গ্রেফতার হইবার বা আত্মসমর্পন করিবার পর উহা কার্যকর হইবে।

(৬) আপীলের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আত্মগোপনকারী দন্ডিত আসামী আত্মসমর্পন করিলে বা গ্রেফতার হইলে বিধি ১০ এর অধীন তাহার আপীলের সুযোগ থাকিবে।

১০। **আপীল**—(১) স্পেশাল কোর্ট বা সামারী কোর্টের ঘোষিত দন্ডের বিরুদ্ধে উক্তরূপ ঘোষণার ত্রিশ দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি—

(ক) উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হইলে, সরকারের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন;

(খ) অধঃস্তন কর্মকর্তা অথবা আর্মড পার্সোনেল হইলে, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এর নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আপীল নিম্নে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণে দায়ের করিতে হইবে; যথা ঃ—

(ক) আপীলে কোন অশালীন ভাষা ব্যবহার করা যাইবে না;

(খ) মৌলিক যুক্তি ও তথ্য নির্ভর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করিয়া স্বব্যাখ্যাত আপীল যথাযথ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে;

(গ) একাধিক দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এক সংগে আপীল করিবার পরিবর্তে পৃথক পৃথকভাবে নিজ নামে আপীল দায়ের করিতে হইবে।

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষ যে কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আপীলের বিষয়ে যে কোন তথ্য বা রেকর্ড, যাহা প্রেরণ করা হউক বা না হউক, তলব করিতে পারিবে এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে যে কোন আদেশ দিতে পারিবে।

(৪) কোন অধঃস্তন কর্মকর্তা বা আর্মড পার্সোনেল তাহার আপীল আবেদন খারিজ হইবার ষাট দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বরাবরে দন্ড মওকুফের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

১১। **বিভাগীয় কার্যধারা (Departmental Proceedings)**—(১) অধ্যাদেশের section 10 (1) এর clauses (a) হইতে (i) এ উল্লিখিত দন্ডগুলি গুরুদন্ড হইবে এবং clauses (j) হইতে (k) তে উল্লিখিত দন্ডগুলি লঘু দন্ড হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লঘুদন্ড আরোপ করিবার প্রয়োজন হইবে সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ পাঠ করিয়া শুনাইবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাব ও ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবে এবং উক্ত জবাব ও ব্যাখ্যা বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে কোন লঘু দন্ড প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুদন্ড আরোপ করিবার প্রয়োজন হইবে, সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দন্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবে ;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করিবার পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিতে এবং প্রস্তাবিত দন্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইতে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও জানাইতে নির্দেশ দিবে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বা কর্তৃপক্ষ নির্দেশ প্রদান করিলে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা, যিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার উপরের কর্মকর্তা হইবেন, অভিযোগের ব্যাপারে তদন্ত করিবেন এবং উহাতে মৌখিক সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হইবে।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত সাক্ষীদিগকে জেরা করিতে পারিবেন এবং তাহার প্রয়োজন হইলে এইরূপ সাক্ষীকে পুনরায় তলব করা হইবে।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন বিশেষ সাক্ষীকে তলব করিতে বা তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন এবং সেইক্ষেত্রে তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিটি অভিযোগ আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করিয়া তাহার রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন এবং উহার এক কপি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সরবরাহ করিবেন।

(৮) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত রিপোর্ট পাইবার পর কর্তৃপক্ষ উহা বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৯) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যদি উপ-বিধি (৮) মোতাবেক গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে প্রস্তাবিত দন্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে সাতটি কার্য দিবসের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য কর্তৃপক্ষ তাহাকে নির্দেশ দিবে।

(১০) অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মগোপন করিলে বা তাহাকে যোগাযোগ করা দুরুহ হইলে অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি এমন আচারণের জন্য গুরুদন্ড প্রদান করা হইয়াছে যে আচরণের জন্য ফৌজদারী আদালতে ও তাহার শাস্তি হইয়াছে, তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে এ বিধির কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(১১) এই বিধির বিধান সাপেক্ষে বিভাগীয় কার্য-ধারায় আপীল ও রিভিউসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধানাবলী প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ (mutatis mutandis) অনুসরণীয় হইবে।

তফসিল-১

ফরম 'ক'

অভিযোগনামা

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন

[বিধি ৫(৭) এবং ৭(৮) দেখুন]

নং.....পদবী.....নাম.....ইউনিট.....উইং.....নকল কপি.....

অপরাধ সংঘটনের স্থান ও তারিখ	অপরাধের বিবরণ	সাক্ষীদের নাম

প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম 'খ'

স্পেশাল কোর্ট/সামারি কোর্ট এর কার্যধারা

[বিধি ৫(১২) এবং ৭(১৩) দেখুন]

বিশেষ আদালতের কার্যপ্রণালী/বিশেষ সামারি কোর্ট অনুষ্ঠানের সময়.....তারিখ.....

বার.....সাল.....কর্তৃক .....আদেশক্রমে.....

যথাযথভাবে বিচারকের সমীপে আনীত এরূপ অপরাধে অভিযুক্ত সকল ব্যক্তি

বিচারকার্যে উপস্থিত

কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে.....ঘটিকায় বিচারকার্য শুরু হয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নং..... কে আদালতে উপস্থিত করা হয়।

অভিযোগ নামা অভিযুক্তকে পড়িয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনানো হইয়াছে যাহা নির্দিষ্ট চিহ্ন সম্বলিত এবং আদালত কর্তৃক সত্যায়িত ও কার্যপ্রণালীর সাথে সংযুক্ত।

জেরা

আদালত কর্তৃক অভিযুক্তকে প্রশ্ন ঃ আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে আপনি কি দোষী না নির্দোষ ?

উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ বর্ণিত অভিযোগে আপনি কি দোষী ?

উত্তর ঃ

অভিযুক্তের নির্দোষ দাবীর কার্যপ্রণালী

অভিযুক্ত নং.....

পরিচিতি .....

[দোষী সাব্যস্ত হয়েছে (সকল অভিযোগ)]

দোষী সাব্যস্ত.....এবং দোষ প্রমাণিত হয়নি.....(অভিযোগ)

সাক্ষ্যের সারসংক্ষেপ পঠিত, ব্যাখ্যায়িত ও চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আদালত কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং কার্যপ্রণালী সাথে সংযুক্ত।

অভিযুক্তের প্রতি প্রশ্নঃ অভিযোগ ও শাস্তির বিষয়ে আপনার কোন বক্তব্য আছে কি ?

উত্তর ঃ (অভিযুক্তের বক্তব্য)

নির্দোষ দাবীর কার্যপ্রণালী

প্রসিকিউশন

প্রসিকিউশনের ১ম সাক্ষী ঃ.....

ধর্ম উল্লেখ করতে হবে

আদালত কর্তৃক পরীক্ষিত

প্রসিকিউশন সমাপ্ত

অভিযুক্তের প্রতি প্রশ্নঃ আপনি কি আপনার ডিফেন্সের জন্য কোন সাক্ষী উপস্থাপনের ইচ্ছাপোষণ করেন ?

উত্তর ঃ

ডিফেন্স

ডিফেন্স ঃ অভিযুক্ত তার ডিফেন্সের জন্য সাক্ষী উপস্থাপন করেছেন। তার বক্তব্য ঃ

ডিফেন্সের ১ম সাক্ষী ঃ.....

ধর্ম উল্লেখ করতে হবে

যথাযথভাবে উপস্থাপিত ও আদালত কর্তৃক পরীক্ষিত

প্রশ্ন ঃ

ডিফেন্স সমাপ্ত

প্রতিউত্তর

সাক্ষীর জবাব ঃ.....

ধর্ম উল্লেখ করতে হবে

যথাযথভাবে উপস্থাপিত ও আদালত কর্তৃক পরীক্ষিত

প্রশ্ন ঃ

আদালতের রায়

সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমি এই মতামত প্রদান করিতেছি যে- আনীত সকল অভিযোগ নির্দোষ

অভিযুক্ত নং.....

পরিচিতি.....

আনীত অভিযোগ নির্দোষ (সকল অভিযোগ) এবং তাকে সসম্মানে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

আদালতের রায় পঠিত হইল এবং অভিযুক্তকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

তিনি তার কর্মস্থলে ফেরত যেতে পারেন।

স্বাক্ষরিত.....দিন.....সাল.....

বিচারক.....

বিচার কার্য সমাপ্ত

সময় ঃ.....ঘটিকা

আদালতের রায়

দোষী সাব্যস্তের কার্যবিবরণী

আমার সম্মুখে উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, অভিযুক্ত নং .....পরিচিতি.....

(আনীত অভিযোগ) নির্দোষ এবং তাকে সসম্মানে উক্ত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। কিন্তু ..... অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে।

পূর্ববর্তী শাস্তি প্রদানের বিবরণী

শাস্তি দানের পূর্ব বিবরণী

আদালত কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যবিবরণী পঠিত ও পরীক্ষিত।

রেকর্ড অনুযায়ী আমার জানামতে অভিযুক্ত ইতোপূর্বে স্পেশাল কোর্ট/সামারি কোর্ট কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত (বর্ণনা অনুযায়ী যদি পূর্বের কোন সাজার বিবরণ সংযুক্ত থাকে)

অভিযুক্তের ডিফল্টার শিট অনুযায়ী স্পেশাল কোর্ট/সামারি কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত সাজার বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

বিগত ১২ মাসের মধ্যে	ভর্তির সময় হইতে
.....বার	.....বার
.....বার	.....বার
.....বার	.....বার
.....বার	.....বার

সে বর্তমানে.....শাস্তির অধীন।

বিচার বহির্ভূত সময়ে তার সাধারণ চরিত্র.....।

তার বয়স.....।

তার চাকুরী.....।

তার পদবী.....।

সে গ্রেফতার (বন্দী) ছিল.....দিন।

সে নিম্নবর্ণিত সামরিক পদবী ধারণ করছে.....।

আদালত কর্তৃক আরোপিত শাস্তি

শাস্তি ঃ সার্বিক বিবেচনায় আমি অভিযুক্ত নং.....এরূপ শাস্তি প্রদান করছি যে,

.....

.....

স্বাক্ষরিত সময়.....দিন.....মাস

.....সাল.....

বিচারক—

বিচারকার্য সম্পন্ন হওয়ার

সময় ঃ.....ঘটিকা

(শাস্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের জন্য)

শাস্তি আরোপিত/অনারোপিত.....

শাস্তি মওকুফকৃত.....

নিম্নবর্ণিত কারণে পুনঃ বিচারের নির্দেশ দেয়া গেল

১।

২।

৩।

৪।

শাস্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

স্থান ঃ

তারিখ ঃ

ফরম 'গ'

দন্ড পরোয়ানা

[বিধি ৫(১৩) এবং ৭(১৩) দেখুন]

পরোয়ানা

(অভিযুক্তকে শাস্তি ভোগের নিমিত্তে জেলা কারাগারে প্রেরণের জন্য)

প্রতি,

সুপারিনটেনডেন্ট.....জেলা কারাগার.....

যাহা.....আদালত, অনুষ্ঠিত.....তারিখ.....

সাল.....অভিযুক্ত.....সেক্টরের অধীন এবং যেখানে বর্ণিত.....আদালত,

.....তারিখ.....সাল নিম্নবর্ণিত শাস্তি প্রদান করেছেন;

.....

এতদ্বারা বর্ণিত সুপারিনটেনডেন্টকে ওয়ারেন্টসহ উল্লিখিত অভিযুক্তকে তার হেফাজতে গ্রহণ করে বর্ণিত জেলে আইন অনুযায়ী বর্ণিত শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

শাস্তি আরম্ভ হয়েছে..... ।

আমার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে.....তারিখ.....সাল।

স্বাক্ষর

তফসিল-২
[বিধি ২(ত) দেখুন]

র‍্যাবের পদমর্যাদার সাথে বিভিন্ন বাহিনীর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পদবিন্যাস

ক্রঃ/নং	পদের নাম	অন্যান্য বাহিনীর পদমর্যাদা			
		পুলিশ	বিডিআর	এএফডি	আনসার
১।	মহাপরিচালক	অতিরিক্ত আইজি/সম পদমর্যাদা	..	ব্রিগেডিয়ার/সম পদমর্যাদা	..
২।	অতিঃ মহাপরিচালক	ডিআইজি/সম পদমর্যাদা	..	কর্ণেল/সম পদমর্যাদা	..
৩।	পরিচালক	অতিঃ ডিআইজি/সম পদমর্যাদা	..	লেঃ কর্ণেল/সম পদমর্যাদা	..
৪।	উপ-পরিচালক	এসপি/সম পদমর্যাদা	..	মেজর/সম পদমর্যাদা	ডিডি
৫।	নির্বাহী প্রকৌশলী	..	..	মেজর/সম পদমর্যাদা	..
৬।	সিস্টেম এ্যানালিষ্ট	..	..	..	..
৭।	সিনিঃ সহঃ পরিচালক	অতিঃ এসপি/সম পদমর্যাদা	..	ক্যাপ্টেন (সেনাবাহিনী) (৭ বৎসর চাকুরী সম্পন্ন)/সম পদমর্যাদা	এডি
৮।	সহকারী পরিচালক	সিনিয়র এএসপি/এএসপি/সম পদমর্যাদা	..	ক্যাপ্টেন (৭ বৎসরের নিম্নে চাকুরী)/লেফটেন্যান্ট (সেনাবাহিনী)/সম পদমর্যাদা	ডিএডি
৯।	আরএমও	..	..	ক্যাপ্টেন	..
১০।	নেট প্রকাশক	..	..	..	..
১১।	কম্পিউটার প্রোগ্রামার	..	..	..	..
১২।	বাজেট অফিসার	..	..	..	..
১৩।	একাউন্টস অফিসার	..	.	..	..
১৪।	ভেটেরিনারী ডাক্তার	..	..	ভেটেরিনারী ডাক্তার	..
১৫।	ল' অফিসার	..	..	..	..
১৬।	উপ-সহকারী পরিঃ	ইন্সপেক্টর/সম পদমর্যাদা	সুবেদার/নায়েক সুবেদার	সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার/ ওয়ারেন্ট অফিসার/সম পদমর্যাদা	সার্কেল এ্যাডজুটেন্ট
১৭।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	..	..	এসডিও	..
১৮।	ধর্মীয় শিক্ষক	..	..	ধর্মীয় শিক্ষক	..
১৯।	এস আই	এসআই/সম পদমর্যাদা	হাবিলদার	সার্জেন্ট/কর্পোরাল/সম পদমর্যাদা	পিসি

ক্রঃ/নং	পদের নাম	অন্যান্য বাহিনীর পদ মর্যাদা			
		পুলিশ	বিডিআর	এএফডি	আনসার
২০।	এএসআই	এএসআই/ হেড কং/সম পদমর্যাদা	নায়েক	ল্যান্স কর্পোরাল/সম পদমর্যাদা	এপিসি
২১।	নায়েক	নায়েক/সম পদমর্যাদা	ল্যান্স নায়েক	..	হাবিঃ/নায়েক
২২।	ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্ট	..	..	..	..
২৩।	কনষ্টবল	কনষ্টবল/সম পদমর্যাদা	সিপাহী	সৈনিক/সম পদমর্যাদা	ল্যাঃনাঃ/সিপাহী
২৪।	হিসাব রক্ষক	..	..	..	..
২৫।	ক্যাশিয়ার	..	..	..	..
২৬।	অফিস সহকারী	..	..	..	..
২৭।	টেকনিশিয়ান	..	..	..	..
২৮।	কুক কনষ্টবল	..	সিপাহী (কুক)	সৈনিক (কুক)/সম পদমর্যাদা	..
২৯।	এনসি(ই)/সুইপার	..	এনসি (ই)	এনসি(ই)/সুইপার/সম পদমর্যাদা	..
৩০।	মেসওয়েটার	..	..	মেসওয়েটার	..
৩১।	মশালচী	..	..	মেসওয়েটার	..
৩২।	এমএলএসএস	..	..	..	..
৩৩।	ডোম/সুইপার	..	..	..	..
৩৪।	মালী	..	..	মালী	..
৩৫।	ওয়ার্ড বয়	..	..	ওয়ার্ড বয়	..

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সফর রাজ হোসেন
সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।